

শয়তানের দরজা

19 March 2026

(For Islamic Brothers)
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

অযত্নের দরজা

সাণ্ডাহিক সূম্মাতে ভরা ইজতিমার সূম্মাতে ভরা বয়ান

১৯ মার্চ ২০২৬ইং এর সাণ্ডাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরুদ শরীফের ফযীলত	4
বয়ান শোনার নিয়্যত.....	5
আলবেদা আলবেদা মাহে রমযান.....!!	5
বাকি জীবন অমূল্য	6
শয়তান মুক্ত হতে যাচ্ছে.....	7
শয়তানের দরজা	9
শয়তানের মত কে?	9
বে-নামাযী জাহান্নামের উপযুক্ত	11
শয়তানের দরজা হলো ইস্তিগফার থেকে উদাসিনতা	13
গুনাহগুনাহ মনে রাখা ইবাদত	14
শৈশবের গুনাহের কথা মনে রাখলেন	15
শয়তানের দরজা হলো পেট ভরে খাওয়া	15
শয়তান রক্তে চলাচল করে.....	16
সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম আমল.....	16
দ্বীনের গিলাফ	16
ইবাদতের মিষ্টতা.....	17
ছয় রোযারোযার প্রতি উৎসাহ	17
শয়তানের ১০টি দরজা এবং সেগুলো থেকে বাঁচার উপায়	18
শয়তান থেকে বাঁচার আরো কিছু উপায়.....	20
(২) মুখের কুফলে মদীনা	21
(৩) তায়্যাউয (تَوَّابٌ) পড়া	21
তায়্যাউয এর বরকত	22

১৫নং নেক আমলের প্রতি তাকিদ	22
সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব	24
ঘোষণা	24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া	25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:	25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:	25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:	26
(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:	26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:	26
(৬) দরুদে শাফায়াত:	27
(১) এক হাজার দিনের নেকী	27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:	27
সাজ-সজ্জার বাকী সুন্নাত ও আদব	28
নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া	28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি	29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:	31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী	32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল	33
মাসিক ৪টি নেক আমল	33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল	33
আমীরে আহলে সুন্নাত <small>وَأَمِيرِ بَرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ</small> এর দোয়া	34

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাহ ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিত নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তাকে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّى يُبَلِّغَنِيهِ

যে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন এবং একজন ফেরেশতা ওই দরুদে পাক আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য নিয়োজিত রয়েছে।

(মজামু কবীর, ৮/১৩৪, সংখ্যা: ৭৬১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْيَتِيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আলবেদা আলবেদা মাহে রমযান.....!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছুদিন আগের কথা, আশিকানে রমযান অপেক্ষমান ছিল যে, রমযানুল মুবারক আসন্ন। রমযানুল মুবারকের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল কিন্তু এই বরকতময় দিন খুব দ্রুত অতিবাহিত হয়ে গেল

আর এখন মাহে রমযান দ্রুততার সাথে তার পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আফসোস! শত আফসোস! ব্যস কিছুদিন পরেই মাহে রমযান আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বাকি জীবন অমূল্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাহে রমযানের আর মাত্র কিছু দিন বাকি, আমাদের উচিত সেগুলোকে গণীমত মনে করা। মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীযুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর খুব সুন্দর একটি বাণী হলো بَقِيَّةُ عِنْدِ الرَّجُلِ لَا تَبْقَى لَهُ اَرْتَابًا: অর্থাৎ: মানুষের যে বাকি জীবন রয়েছে তা অমূল্য। (আয যুহুতুল কবীর লিল বায়হাকি, পৃ: ২৯৫, সংখ্যা: ৭৭৯)

বাস্তবই এটা সত্য, যে মুহূর্তগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেগুলো তো অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর কখনো তা ফিরে আসবে না, সে মুহূর্তগুলো আমাদের হাতে আছে তা অমূল্য, আমাদের উচিত যে, সেগুলো থেকে উপকার লাভ করা, আগামী মাহে রমযান আমরা দেখতে পাবো কিনা এটা তো আমরা জানি না, সুতরাং যে অল্প কয়েক দিন আছে, সেগুলোতে খুব মন লাগিয়ে নেকী করে নিন, এখন এক একটি মিনিট মূল্যবান, এক মুহূর্তও নষ্ট না করে বেশি থেকে বেশি বরকত হাসিল করুন। শেষ দশকের মূল্যবান সময় চলছে, এরপর أَيُّهَا النَّاسُ! অর্থাৎ ঈদের চাঁদ রাতও আসন্ন। ★ সে মহান রাতে পুরো মাহে রমযানে যত সংখ্যকের মাগফিরাত হয় তত সংখ্যক লোকদের মাগফিরাত এই এক রাতে করা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড: ৩, ৩০৪ পৃ., হাদিস: ৩৬০৬) অর্থাৎ আমাদের জন্য সুযোগই

সুযোগ, ব্যস আমাদের যেন কদর নসীব হয়ে যায়। আমরা যেন এই মূল্যবান সময়গুলো থেকে সঠিকভাবে উপকার লাভ করতে পারি।

أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

শয়তান মুক্ত হতে যাচ্ছে

হে আশিকানে রাসূল! খুব শীঘ্রই মাহে রমযানুল মুবারক বিদায় হতে চলেছে, তাই এর সাথে সাথে আমাদের আসল শত্রু ও প্রকৃত দুশমন অর্থাৎ শয়তানও মুক্তি পেতে যাচ্ছে। আফসোস! যেই শয়তান মুক্তি পায় সে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দেয়। ব্যস এই ঘোষণা হতে দেরি যে, ঈদের চাঁদ দেখা গেছে অমনি মাহে রমযানের প্রেমিকরা ওই সময় পর্যন্ত রমযানের বিদায়ের শোকে কান্নাকাটি করতে থাকে, সুতরাং বাস্তবতা হলো হাজার হাজার মানুষ ওই সময় শয়তানের কবলে পড়ে যায়। গান বাজনার কুরুচিপূর্ণ আওয়াজ গলি ও বাজারে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাজারে উপচে পড়া ভিড় জমে। পর্দাহীনতা ব্যাপক হয়ে যায়। বখাটে ছেলেরা রাস্তায় হট্টগোল শুরু করে। সহজ কথায় বলতে গেলে পুরো রমযান মাস বন্দী থাকার পর শয়তান পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায় এবং পুরো মাসের রাগ সে এক মাসেই মিটিয়ে দেয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান আমাদের শত্রু ★ দুঃখ বা শোক
★ ঈদ হোক বা রমযান ★ যে সময়ই হোক ★ যে কোন দিন হোক
★ আমাদের এই দূর্ভাগাকে নিজেদের শত্রুই মনে করতে হবে
★ কোনভাবেই তার ফাঁদে পড়া যাবে না, আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে
ইরশাদ করেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো।

অর্থাৎ হে লোকেরা! আল্লাহ পাকের ইবাদতের উপর অটল থেকে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে শয়তানের অনুসরণ না করে শয়তানের সাথে শত্রুতা করতে থাকো। তাকে সব সময় শত্রু মনে করো।

(মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ:৬৯)

আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

أَفْتَتَحِدُونََّهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ
بُئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

(পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ৫০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো? এবং তারা তোমাদের শত্রু। যালিমগণ কতই নিকৃষ্ট বিনিময় পেল।

অর্থাৎ: হে লোকেরা! তোমরা কি শয়তান ও তার বংশধরদেরকে আমাকে বাদ দিয়ে বন্ধু বানাচ্ছে! অর্থাৎ আমার বন্দেগী ছেড়ে তার পিছে চলছো...!! অথচ সত্য হলো যে, শয়তান এবং তার বংশধররাও তোমাদের শত্রু। অতঃপর শয়তান এবং তার বংশধর এবং যারা তার পিছনে চলে সবাই যালিম এবং যালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বিনিময় রয়েছে। (সীরাতুল জিনান, পারা: ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াতের পাদটীকা: ৫০, খন্ড: ৫, ৫৮১ পৃ:৫৮১)

اللَّهُمَّ! হে আশিকানে রাসূল! কতই না স্পষ্ট কথা, গভীরভাবে মনোযোগ দিন! কিভাবে আমাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, হে লোকেরা!

☆ আল্লাহ পাকের ভালোবাসা ☆ আল্লাহ পাকের আনুগত্য ☆ আল্লাহ পাকের অনুসরণ ☆ আল্লাহ পাকের ইবাদত ☆ আর নেক কাজ ছেড়ে শয়তানের পিছনে চলো না, অন্যথায় শয়তান তো অভিশপ্ত এবং গযবে ডুবে আছে, তোমাদেরকেও তার সাথে নিয়ে ডুববে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শয়তানের দরজা

হে আশিকানে রাসূল! অতিশীঘ্রই মাহে রমযান বিদায় হয়ে যাবে এবং শীঘ্রই শয়তান বন্দী থেকে মুক্ত পেয়ে যাবে। এই কারণে আজ এবং এখন থেকে পাকাপোক্ত প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমরা শয়তানের অনুসরণ করব না, তার ফাঁদে পড়ব না, তার থেকে বেঁচে আগামীতে সারাজীবন নেকীতে অতিবাহিত করব।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে শয়তানের ধোকা থেকে নিরাপদ রাখুক। (আমি) শয়তান থেকে আমাদের কিভাবে বাঁচতে হবে? তার আক্রমণ থেকে কিভাবে নিরাপদ থাকা যাবে? এর সর্বোত্তম পন্থা হলো ওই দরজা, যেটা দিয়ে শয়তান আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে এবং আমাদের ধোকা দেয়, আমরা সেই দরজাই বন্ধ করে দিব, সেই দরজা গুলো কি কি? শুনুন!

শয়তানের মত কে?

বর্ণিত আছে: একবার এক নেককার লোকের সাথে শয়তানের সাক্ষাত হলো, সেই নেককার লোকটি খুবই বুদ্ধিমান ছিল, সে শয়তানকে বলল, হে ইবলিস! এটা বল যে, আমি তোমার মত কিভাবে হতে পারি? শয়তান বলল: তোমার মন্দ হোক, এটা কেমন প্রশ্ন? আমার কাছে কেউ

কখনো এই প্রশ্ন করেনি (সবাই আমার থেকে বাঁচার পন্থা বের করে আর তুমি কিনা আমার মত হতে চাও?) নেককার লোকটি বলল, আমি এটা পছন্দ করি, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও! তখন শয়তানের মনে হয়তো লাডডু ফুটছিল অর্থাৎ সে খুব খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে, যাক আমার মত কাউকে পাওয়া গেল। তাই সেই শয়তান রহস্যের পর্দা ফাঁস করে বলল, আমার মত হওয়া খুব সহজ, শুধু দুইটা কাজ করো। (১) নামাযে অলসতা করো (২) সত্য হোক বা মিথ্যা বেশি থেকে বেশি কসম করো, তুমি আমার মত হয়ে যাবে। এটা শুনে ওই নেককার লোকটি বলল, আমি আল্লাহ পাকের কাছে ওয়াদা করছি যে, আগামীতে এই দুই কাজই করব না। শয়তান বলল, আমাকে কেউ কখনো এই ধরনের ধোকা দেয়নি। আমিও ওয়াদা করছি যে, আগামীতে কোন লোককে নসীহত করবো না।

(তাহীছল গাফিলীন, ৮ পৃ:১৫৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তার বিষয় হলো...!! দুইটি কাজ যেটা মানুষকে শয়তান বানিয়ে দেয়। (১) নামাযে অলসতা করা (২) অধিক কসম করা। আফসোস! উভয় কাজই আমাদের সমাজে বেড়েই চলেছে। এখন **الْحَمْدُ لِلَّهِ** রমযানুল মুবারকের বরকতময় দিন চলছে, মসজিদে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি নয়, তবে যাইহোক জাঁকজমক তো রয়েছে। নামাযীদের সংখ্যা তো বেড়েছে কিন্তু আফসোস! যেইমাত্র মাহে রযমান বিদায় নিবে, নামাযে অলসতা পুনরায় বেড়ে যাবে। মসজিদ শূণ্য হয়ে যাবে, সামান্য পরিমাণ নামাযী থেকে যাবে।

হে আশিকানে রাসূল! আমাদেরকে শয়তানের সাথে শত্রুতা করতে হবে, তাকে সব সময় শত্রুই মনে করতে হবে। এই কারণে আজ এই

পাকাপোক্ত প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, আমরা নামাযে কখনো অলসতা করব না, চাঁদ রাতের ইশার নামাযও জামাআত সহকারে আদায় করব, ফজরের নামাযও জামাআত সহকারে আদায় করব। ঈদের দিনও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করব এবং এরপর সারাজীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মাসজিদে জামাআত সহকারে বরং প্রথম কাতারে আদায় করতে থাকবো। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বে-নামাযী জাহান্নামের উপযুক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায ইসলামের মৌলিক রুকনসমূহ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এটাকে ইসলামের স্তম্ভ বলা হয়েছে। (কানযুল উম্মাল, অংশ: ৭ম, খন্ড: ৪, হাদিস: ১৮৮৮৫) আর আমরা জানি যে, যখন বিল্ডিংয়ের স্তম্ভ পড়ে যায় তখন বিল্ডিং পড়ে যায় অর্থাৎ নামায সেই মহান ইবাদত যেটা আমাদের ভিতর ঈমানকে মজবুত করে রাখে। আল্লাহ না করুক যদি নামাযে অলসতা শুরু হয়ে যায় তবে দূরে নয় যে, আমাদের অন্তর থেকে ঈমানের নূরও বের হয়ে যাবে। এজন্য নামাযে কখনো অলসতা করবেন না।

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুনাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** লিখেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দিল, তবে সে হাজার বছর জাহান্নামে থাকার হকদার হল, যতক্ষণ না তাওবা করবে এবং সেটার কাযা আদায় না করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, পৃ:১৫৮)

কুরআনুল কারীমের ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসল যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে “গায়্য” এর জঙ্গল পাবে।

বর্ণিত আয়াতে মুবারকার মধ্যে “গায়্য” এর উল্লেখ আছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নামের এক উপত্যকা। বাহরে শরীয়তের প্রণেতা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: গায়্য হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এতে একটি কূপ রয়েছে যেটার নাম হলো হাব হাব, যখন জাহান্নামের আগুন নিভতে থাকে তখন আল্লাহ পাক ওই কূপটি খুলে দেন, যেটার মাধ্যমে সেটা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) আগের মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। (আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন)

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন কখনো স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দিব।

এই কূপ ☆ বে-নামাযী ☆ ব্যাভিচারী ☆ মদ্যপানকারী ☆ এবং মা-বাবাকে কষ্টদানকারীদের জন্য। (বাহরে শরীয়ত, ১ম খন্ড, পৃ:৪৩৪, ৩য় অংশ)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করতে থাকার তাওফিক দান করুক। **أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

শয়তানের দরজা হলো ইস্তিগফার থেকে উদাসিনতা

হযরত আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: একবার হযরত মূসা **عَلَيْهِ السَّلَام** অবস্থায় ছিলেন, সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি আসতে দেখলেন, সে তার মাথায় বিভিন্ন রংয়ের টুপি পড়েছিল, যখন সে কাছে আসলো তখন সে টুপি খুলে ফেলল, হযরত মূসা **عَلَيْهِ السَّلَام** জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? সে বলল, আমি ইবলিস। বললেন: এই টুপি যেটা তুমি পরিহিত ছিলে, এটা কী? সে বলল, এটা আমার সেই জাল যেটা আমি আদম সন্তানদের উপর বিছায়। হযরত মূসা **عَلَيْهِ السَّلَام** জিজ্ঞাসা করলেন, এটাতো বল, ওই মন্দ কাজ কোনটি যখন কোন ব্যক্তি সেই মন্দ কাজটি করে নেয় তবে তুমি তাকে কাবু করে নাও। শয়তান বলল, যখন মানুষ নিজেকে নিজে উত্তম মনে করে এবং নিজের গুনাহের কথা ভুলে যায় তখন আমি তার উপর বিজয়ী হয়ে যায়। (তাবীহুল গাফেলীন, পৃ:৩৪৬)

اللَّهُ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রেওয়াজেত থেকে জানা গেলো যে, নিজেকে উত্তম মনে করে নিজের গুনাহের কথা ভুলে যাওয়াটাও শয়তানের জ্বালে ফেঁসে যাওয়ার কারণ। বাস্তবিকই এটা সত্য, যখন মানুষ নিজের গুনাহের কথা ভুলে যায় তখন সে নিজেকে উত্তম মনে করতে থাকে এবং আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য থেকে একেবারে ভয়হীন হয়ে নিশ্চিত হয়ে যায়, আর এই নিশ্চিত এবং নির্ভয় ওই জিনিস যা শয়তানের কাজকে

সহজ করে দেয়। এই কারণে আমাদের উচিত যে, আমরা সব সময় আমাদের নিজেদের গুনাহগুনাহকে নিজেদের সামনে রাখব।

গুনাহগুনাহ মনে রাখা ইবাদত

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের নেকীর কথা ভুলে যাওয়া এবং গুনাহগুনাহকে মনে রাখা ইবাদত।

(তাফসীরে নঈমী, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৪০, খন্ড: ১, পৃ: ৩২৫)

আফসোস! আমাদের সমাজে এর উল্টো প্রথা, মানুষ নেকীর কথা মনে রাখে গুনাহের কথা ভুলে যায় ☆ একদিনের পড়া তাহাজ্জুদের কথা মনে থাকে, ৫০ দিনের কাযা হওয়া নামাযের কথা মনে থাকে না ☆ কিছু মানুষ খুব গর্ব করে বলে যে, এইবার আমি রমযানুল মুবারকের ১০টি রোযা রেখেছি, কেউ তাকে বলুন! আপনি ২০টি রোযা তো কাযা করেছেন ☆ মসজিদে দেওয়া ১০ টাকার কথা মনে থাকে, ব্যবসায় ওজনে কম দিয়ে হাজার হাজার উপার্জিত টাকার কথা ভুলে যায়। মনে রাখবেন! এটা খুবই চিন্তার বিষয়, নিজের গুনাহের কথা ভুলে যাওয়া শয়তানের দরজা। যখন মানুষ নিজের গুনাহের কথা ভুলে যায় তখন শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়। এই কারণে নিজের গুনাহের কথা সব সময় মনে রাখুন। এটা ওই মাধ্যম যেটার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ভাবাবেগ সৃষ্টি হবে। অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আসবে এবং আমরা আল্লাহ পাকের পাকড়াও থেকে ভীত হয়ে তাওবা করতে থাকব এবং আগামীতে গুনাহ থেকেও বাঁচতে থাকব।

শৈশবের গুনাহের কথা মনে রাখলেন

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যিনি অনেক বড় আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে রয়েছে যে, ছোটবেলা তাঁর দ্বারা একটি গুনাহ সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল, অথচ নাবালেগ বাচ্চার গুনাহ গুনাহ হয় না, এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর গুনাহের কথা স্মরণ রাখলেন, তাঁর অভ্যাস ছিল যখনই নতুন কাপড় সেলাই করতেন তখন কলারে ওই গুনাহের কথা লিখে দিতেন, অতঃপর সেটা দেখে দেখে লজ্জিত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করতেন।

(ভায়কিরাতুল আউলিয়া, ১ম অংশ, পৃ:৩৯)

اللَّهُ أَكْبَرُ কেমন অনন্য ধরন, আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের ভুলত্রুটি, অলসতা ও গুনাহের কথা মনে রাখা, সেগুলোর কথা চিন্তা করে করে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে, তাঁর পাকড়াও থেকে ভয় করতে থাকা, এমন করলে إِنْ شَاءَ اللَّهُ তাওবার তাওফিকও পাওয়া যাবে এবং আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতাও হতে থাকবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শয়তানের দরজা হলো পেট ভরে খাওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: পেট ভরে খাওয়াটাও শয়তানের একটি দরজা। (মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ:২৪) অর্থাৎ যখন আমরা পেট ভরে খাবার খেয়ে নিই, চায় হালাল রিযিক থেকে খায় তখন নফসের কুপ্রবৃত্তি মজবুত হয়ে যায়, অলসতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন শয়তানের জন্য আমাদের উপর হামলা করা সহজ হয়ে যায় আর সে সহজে আমাদেরকে ধোকা দিয়ে দেয়। এই

কারণে যদি আমরা শয়তান থেকে বাঁচতে চায় তবে আজ থেকে এই পাকাপোক্ত প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, আমরা পেট ভরে খাবার খাব না।

শয়তান রক্তে চলাচল করে

হাদিসে পাকে রয়েছে: নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরে রক্তে চলাচল করে। (বুখারী, পৃ:৫৩৩, হাদিস: ২০৩৮) সূফীয়ায়ে কেলাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ বলেন: অতঃপর তার রাস্তাটাকে ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে সংকীর্ণ করে দাও।

(কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, পৃ:১৯৮)

সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম আমল

হযরত আবু সোলাইমান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার রাতের খাবারে এক লোকমা কম করে দেওয়াটা আমার কাছে সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আরও বলেন: ক্ষুধা আল্লাহ পাকের ভান্ডার সমূহ থেকে একটি ভান্ডার। আর আল্লাহ পাক এই ভান্ডার শুধুমাত্র নিজের পছন্দনীয় বান্দাদেরকে দান করেন। (ইহয়াউল উলুমিদ্দিন, ৩য় খন্ড, পৃ:১০৪)

দ্বীনের গিলাফ

হযরত হামিদ লাফফাপ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে এক ব্যক্তি আরয করলো, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন: দ্বীনের হেফাযতের জন্য কুরআনুল কারীমের মত গিলাফ বানাও। আরয করলো, দ্বীনের গিলাফ কি? বললেন: প্রয়োজনের চেয়ে অধিক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা। মানুষের সাথে অপ্ৰয়োজনীয় মেলামেশা রাখা। এবং প্রয়োজনের চেয়ে অধিক না খাওয়া। আরো বলেন: যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহ পাকের নিকট রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এবং সাহাবায়ে কেলাম এর

সাথে ঈমানদারদের সাথে জান্নাতে কেমন মেহমানদারী হবে, তবে এই সামান্য জীবনে কখনোই পেট ভরে খেতে না। (তায়কিরাতুল ওয়ায়েযীন, পৃ:৪৬)

ইবাদতের মিষ্টতা

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: পেট ভরে খাবার খাওয়ার কারণে ইবাদতের মিষ্টতা চলে যায়। মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, পেট ভরে খাবার খায়নি যাতে ইবাদতের মিষ্টতা নসীব হয়। আর যখন থেকে মুসলমান হয়েছি দীদারে ইলাহীর সূধা পান করার আকাঙ্ক্ষায় কখনো পেট ভরে পান করিনি। (মিনহাজ্জুল আবেদীন, পৃ:৮৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুব শীঘ্রই মাহে রমযান বিদায় হয়ে যাবে এবং পানাহারের দিন এসে যাবে, যদিও হালাল খাবার একেবারে জায়িয়, অবশ্য অধিক খাবার খাওয়া থেকে বেঁচে থাকাটাই উত্তম। এই কারণে মাহে রমযানের পরও আমাদের প্রথমত এটা চেষ্টা করতে হবে যে, নফল রোযার অভ্যাস গড়া, যদি রোযা নাও রাখতে পারি তবে উচিত হবে যে, হালাল খাবার তাও ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন। এর বরকতে শরীর সুস্থ থাকবে, এর পাশাপাশি إِنْ شَاءَ اللَّهُ শয়তান থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমও হবে।

ছয় রোযারোযার প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের পর শাওয়ালুল মুকাররমের আগমন হয়। সৌভাগ্যবান মুসলমান এই মাসে ঈদুল ফিতরের পর ছয় রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করে। আসুন এই রোযাগুলোর

ফযিলত শুনি যাতে আমাদের এই রোযাগুলো রাখার এবং এর বরকতসমূহ থেকে ফয়েয হাসিল করার মানসিকতা হয়। অতঃপর হাদিসে পাকে রয়েছে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল অতঃপর ছয় দিন শাওয়ালের রোযা রাখল, তবে গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেন আজকেই মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। (মাযমাউয যাওয়ামিদ, ৩য় খন্ড, পৃ:৩২২, হাদিস: ৫১০২) ★ যে রমযানের রোযা রাখল এরপর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখল, তবে এমন যেন সারা জীবন রোযা রাখল। (মুসলিম, পৃ:৪২৪, হাদিস: ১১৬৪) ★ খলিলে মিল্লত মুফতি মুহাম্মদ খলিল খাঁন বারকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই রোযাগুলো ঈদের পর ধারাবাহিক রাখলে এতেও কোন অসুবিধা নেই, তবে উত্তম হলো প্রত্যেক সাপ্তাহে দুটি রোযা এবং ঈদের দ্বিতীয় দিন একটি রোযা রাখবে, আর সারা মাস ব্যাপি রাখলে আরো ভালো হয়। (সুন্নী বেহেস্ত বেগর, পৃ:৩৪৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শয়তানের ১০টি দরজা এবং সেগুলো থেকে বাঁচার উপায়

একজন বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি চিন্তা করলাম যে, শয়তানের দরজাগুলো কি কি, যেগুলোর মাধ্যমে সে মানুষকে ধোকা দেয়? অতএব আমি কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, শয়তানের ১০টি দরজা এবং সেগুলো থেকে বাঁচার ১০টি উপায় রয়েছে: (১) শয়তান লোভের মাধ্যমে মানুষের উপর হামলা করে, এর প্রতিকার হলো মানুষ অল্পতুষ্টতা অবলম্বন করবে অর্থাৎ: যা কিছু এবং যতটুকু আল্লাহ পাক দান করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাক। (২) শয়তান সুদীর্ঘ আশা দিয়ে মানুষকে ধোকা দেয়, এর প্রতিকার হলো মানুষ মৃত্যুকে সব সময় নিজের সামনে

মনে করবে। (৩) শয়তান আরাম আয়েশ এবং দুনিয়াবী নেয়ামতের মধ্যে ডুবে যাওয়ার রাস্তায় হামলা করে, এর প্রতিকার হলো মানুষ নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার এবং নেয়ামতের হিসাবের চিন্তা করবে। (৪) শয়তান নিজেকে উত্তম মনে করার রাস্তায় হামলা করে, এর প্রতিকার হলো মানুষ আল্লাহ পাকের দয়ার কথা স্মরণ রাখবে এবং অশুভ পরিণামের ব্যাপারে ভয় করতে থাকবে। (৫) মুসলমান ভাইদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং কম মর্যাদাবান মনে করার রাস্তায় শয়তান হামলা করে, এর প্রতিকার হলো মানুষ আপন মুসলমান ভাইদের সম্মান করতে থাকবে। (৬) শয়তান হিংসার মাধ্যমে মানুষকে ধোকা দেয়, এর প্রতিকার হলো মানুষ আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর সন্তুষ্ট থাকবে, এবং অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে দেখবে না। (৭) শয়তান রিয়াকারীর রাস্তায় হামলা করে, এর প্রতিকার হলো একনিষ্ঠতা, বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশী হয়ে যাবে। (৮) শয়তান কৃপণতার মাধ্যমে ধোকা দেয়, এর প্রতিকার হলো মানুষ আখেরাতের নেয়ামতকে স্মরণ রাখবে এবং দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করতে থাকবে। (৯) শয়তান অহংকারের রাস্তায় হামলা করে, এর প্রতিকার হলো মানুষ বিনয়ী নম্রতা অবলম্বন করবে। (১০) শয়তান লোভের মাধ্যমে ধোকা দেয়, এর প্রতিকার হলো বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দানের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, মানুষের মাঝে থাকা জিনিসের প্রতি বিরোপ হয়ে যাবে। (তায়ীছল গাফেলীন, পৃ:৩৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! এগুলো হলো শয়তানের কিছু দরজা, যেগুলোর মাধ্যমে শয়তান আমাদেরকে ধোকা দেয়। ★ নামাযে অলসতা শয়তানের দরজা ★ নিজের গুনাহসমূহ ভুলে যাওয়াও শয়তানের দরজা ★ পেট ভরে খাবার খাওয়া শয়তানের দরজা ★ লোভ ★ সুদীর্ঘ আশা

☆ আরাম প্রত্যাশী ☆ নিজেকে উত্তম মনে করা ☆ স্বীয় মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করা ☆ হিংসা করা ☆ রিয়াকারী ☆ কৃপণতা ইত্যাদি এসব কিছু শয়তানের দরজা। আমাদের উচিত এসব জাহেরী ও বাতেনী মন্দ অভ্যাস থেকে সব সময় বাঁচতে থাকা যাতে আমরা শয়তানী হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।

শয়তান থেকে বাঁচার আরো কিছু উপায়

এগুলো ছাড়াও শয়তান থেকে বাঁচার আরো কিছু উপায় রয়েছে:

(১) সেগুলোর মধ্যে থেকে একটি উপায় হলো বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করা। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, কেউ আল্লাহ পাকের নিকট প্রশ্ন করল: আমাকে মানুষের অন্তরে শয়তানের জায়গা দেখিয়ে দিন, স্বপ্নে শিশার মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক মানুষ দেখল, যার ভিতর বাহির একই রকম দেখা যাচ্ছিলো, শয়তানকে দেখল, সে মানুষের বাম কাঁধে এবং কানের মধ্যখানে ব্যাঙয়ের আকৃতিতে বসে আছে গুঁড়ের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। যখন ওই মানুষ আল্লাহ পাকের যিকির করে সাথে সাথে সে পিছনে সরে যায়।

(মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ:৭৯)

হযরত ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী হলো, মুমিনের শয়তান দুর্বল হয়ে থাকে। হযরত কাইস বিন হাজ্জাজ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী হলো: আমাকে আমার শয়তান বলল, যখন আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন উটের মত ছিলাম আর এখন চড়ুই পাখির মতো হয়ে গেছি। আমি বললাম: সেটা কেন? শয়তান বলল, তুমি আমাকে আল্লাহ পাকের যিকিরের মাধ্যমে দুর্বল করে দিয়েছ। (মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ:৪৪৩)

(২) মুখের কুফলে মদীনা

এই ধরনের নিরবতা (অর্থাৎ: অহেতুক এবং গুনাহ ভরা কথা থেকে বেঁচে থাকাও) শয়তান থেকে বাচাঁর সর্বোত্তম উপায়। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার এক ব্যক্তি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাকে নসীহত করুন। তিনি তাঁকে কিছু নসীহত করার পর ইরশাদ করলেন: **وَإِخْرُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْدِبُ الشَّيْطَانَ** অর্থাৎ ভালো কথা ব্যতীত নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো কারণ এটা হলো ওই আমল, যেটার মাধ্যমে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী লাভ করবে।

(মুজামু সগীর, পৃ:৬৫৫, হাদিস: ৯৪৯)

ওলামায়ে কেরাম বলেন: নিরবতা ওই নিয়ামত, যেটার মাধ্যমে মানুষ শয়তানের উপর বিজয়ী লাভ করে, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের জিহ্বাকে হেফাযত করা। (তাহীল গাফেলীন, পৃ:১১৯)

(৩) তায়াউয (أَعُوذُ بِاللَّهِ) পড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান থেকে বাঁচার এক সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো **أَعُوذُ** অর্থাৎ **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** অধিকহারে পাঠ করা। অর্থাৎ অধিকহারে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করতে থাকুন। এর বরকতেও **إِنْ شَاءَ اللهُ** আমরা শয়তানের চাল থেকে বেঁচে যাব। হাদিসে পাকে রয়েছে: যে বান্দা সারাদিন ১০ বার **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করে, তখন আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতাকে ডিউটিতে লাগিয়ে দেয়, যে শয়তানকে তার কাছ থেকে এইভাবে ভাগিয়ে দেয় যেভাবে আরব লোকেরা উটকে পুকুরের পানি থেকে ভাগিয়ে দেয়।

তয়াউয এর বরকত

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এক জায়গায় শয়তানকে বুকুে থাকতে দেখলাম। তখন আমি তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার সংকল্প করলাম। শয়তান আমাকে দেখে বলল- হে আবু সাঈদ আপনি কি জানেন না যে, লাঠি বা দুনিয়াবী কোন অস্ত্রের প্রতি আমার কোন ভয় নেই। আমি বললাম, ওহে অভিশপ্ত! তবে কোন জিনিস তোমাকে আতঙ্কিত বা ভীত করে? সে উত্তরে বলল, এই দুনিয়ায় মাত্র দুটি জিনিস আমাকে আতঙ্কিত করে। (১) তয়াউয পাঠকারীদের তয়াউয অর্থাৎ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পাঠ করা (২) সিদ্দিকীনদের মারিফতের আলো।

سُبْحَانَ اللَّهِ এর মাধ্যমে জানা গেল যে, নিয়মিত أَعُوذُ بِاللَّهِ পাঠ করলে শয়তান ভীত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক আমাদের এই দূর্ভাগা শয়তানকে ভয় দেখাতে এবং তার সকল কুমন্ত্রণা ও ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুক। أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

১৫নং নেক আমলের প্রতি তাকিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান পালনের জন্য, তাঁর আনুগত্য করতে, শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আশিকানে রাসূলদের সাথে কাফেলায় সফর করুন এবং নেক আমলের পুস্তিকা পূরন করার অভ্যাস গড়ুন। যখন মানুষ প্রতিদিন নিজের হিসাব করে আজকে কি করলাম, কোন ভাল কাজ আর কোন মন্দ কাজটি করেছি, তখন তার জন্য নিজেকে নিজে সংশোধন করাটা সহজ হয়ে যায়। নবী করীম

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: বুদ্ধিমান হলো সেই, যে নিজের হিসাব করে এবং মৃত্যুর পরের যিন্দেগীর জন্য আমল করে। (নাওয়াদিরুল কুলুব, ঘটনা: ৫৮, পৃ: ৪৬-৪৭) নিজেকে সংশোধন করতে এবং শয়তান থেকে বাঁচাতে সর্বোত্তম পন্থা এটাই যে, আমরা নিজেদের অভ্যাস, নিজেদের কর্মকান্ড এবং নিজের আমল যাচাই বাচাই করা। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর প্রদত্ত “৭২ নেক আমল” এর মধ্যে থেকে একটি ১৫ নং নেক আমল হলো এটাই যে, আজকে কি আপনি নিজের আমলের যাচাই করে “নেক আমল” এর পুস্তিকা পূরণ করেছেন? বর্তমান যুগে আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ নিজের আমল যাচাইয়ের সহজ পদ্ধতি দিয়েছেন। নেক আমল পুস্তিকা ☆ প্রত্যেক প্রশ্নের নিচে ৩০টি খালি ঘর রয়েছে ☆ প্রতিদিন প্রশ্ন পড়ে নিজের আমল যাচাই করতে হয় এবং ঘর পূরণ করতে হয়। সঠিক ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার জন্য এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র। ☆ এর মাধ্যমে জানি না কতজনের সংশোধন হয়েছে। আপনিও এই পুস্তিকা ক্রয় করে নিন। নেক আমল অনুসারে প্রতিদিন আমল যাচাই করুন, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ অনেক উপকৃত হবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষের দিকে সুন্নাতের ফযিলত এবং কিছু দৈনন্দিন শিষ্টাচার বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মেশকাত, খন্ড: ১ম, পৃ: ৫৫, হাদিস: ১৭৫)

সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব জেনে নিই। ★ মানুষের চুলের বেণী বানিয়ে কোন নারী যদি নিজের চুলে লাগায়, তবে তা হারাম। হাদিস শরীফে এর উপর অভিশাপ এসেছে, এমনকি ওই নারীর উপরও অভিশাপ, যে অন্য কোনো নারীর মাথায় ★ মানুষের চুলের বেণী লাগিয়ে দেয়। (দুররে মুখতার, ৯/২১২-২১৫) ★ যদি ওই বেণী সেই নারী নিজের চুল দিয়েই তৈরী করে থাকে, তবে তা লাগানোও নাজায়িয। (দুররে মুখতার, ৯/২১২-২১৫) ★ মেয়েদের কান ও নাক ফোঁড়ানো জায়িয। (রদ্দুল মুহত্তার, ৯/৫৯৮) ★ কিছুলোক ছেলেদেরকেও কান ছেদন করে দেয় এবং কানের তুল ইত্যাদি পড়িয়ে দিয়ে থাকে এটি নাজায়িয। (রদ্দুল মুহত্তার, ৯/৫৯৮) ★ আজকাল কিছু যুবকরা নিজের কান ফুঁড়িয়ে টপস (এক ধরনের তুল) ইত্যাদি পরে, এটাও নাজায়িয। ★ নারীদের হাত-পায়ে মেহেদি লাগানো জায়িয। ছোট ছেলেদের হাত-পায়ে মেহেদি লাগানো নাজায়িয, তবে ছোট মেয়েদের মেহেদি লাগানোতে কোন সমস্যা নেই। (রদ্দুল মুহত্তার, ৯/৫৯৯) ★ পুরুষের জন্য হাত ও পায়ে মেহেদি লাগানো নাজায়িয। বিয়ের সময় বরের হাতে ও পায়ে মেহেদি লাগানোও নাজায়িয।

(বাহারে শরীয়াত, অংশ ৭, পৃ: ১০৫)

ঘোষণা

সাজ-সজ্জার বাকী সুন্নাত ও আদবগুলো তরবিয়্যতী হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَ وَامْرُؤًا مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফশালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৯ মার্চ ২০২৬ইং

- (১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সাজ-সজ্জার বাকী সুন্নাত ও আদব

প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট পোশাক কখনো পরিধান করবেন না, আর না প্রাণী বা মানুষের স্টিকার যুক্ত ছবি নিজের কাপড়ে লাগাবেন এবং ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাবেন না। ☆ শিশুদের এমন বাবা স্যুট (ছোট বাচ্চাদের পোশাক) পড়াবেন না যাতে কোন মানুষ বা পশুর ছবি আছে। ☆ মহিলারা তাদের স্বামীর জন্য বৈধ উপায়ে সাজ-সজ্জা করতে পারবে। তবে ঘরের চার দেয়ালের ভেতর মেকআপ করা এবং সেজেগুজে থাকা উচিত, এভাবে সেজেগুজে ঘরের বাইরে বের হবেন না। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নারী হলো পর্দার অন্তরালে থাকার বস্তু। যখন সে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে থাকায়। (জিরমিনী, ২য় খন্ড, পৃ:৩৯২, হাদিস: ১১৭৬) ☆ খালি মাথায় ঘুরে বেড়ানো সুন্নাত নয়। অতএব ইসলামী ভাইদের উচিত মাথায় পাগড়ি শরীফের তাজ পরিধান করা, যা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি অত্যন্ত প্রিয় সুন্নাত।

(বাহারে শরীয়ত, ১৬ অংশ, পৃ:৫৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে “নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া” মুখস্ত করানো হবে, সেই দোয়াটি হলো:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের শোকরিয়া যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যা দ্বারা আমার সতর আবৃত রাখি এবং জীবনে এর দ্বারা সৌন্দর্য হাশিল করি। (মাদানী পাঞ্জেশূরা পৃ:২১৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়ত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।
৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (←) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (○) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাহ অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাহের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাহ অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাহের উপর

আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অটুহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার
★ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাহফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইস্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুযাজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ